গ্রহ মঙ্গল সাধনায় শক্তিবাদ

শক্তিবাদ প্রবর্তক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রথম সংস্করণ ইং ১৯৭৮, কলের্তাব্দা ৫০৭৮ (আনুমানিক)

গুরুপূজা

বাবা, আপনার পদকমলে প্রণাম করিয়া আপনাকে সামান্য নিবেদন করিতেছি। আমার কর্ম্ম এবং জীবনযুদ্ধের খুব সন্ধিক্ষণ। ইহা আমি সবসময়ই বুঝিতে চেষ্টা করি।

এই সন্ধিক্ষণের আরম্ভ হয় কানাডায় অবস্থানকালে। তখন ভারতে ইমারজেন্সির ভয়ঙ্কর দুর্নীতির যুগ চলিয়াছে। আমার মনে হইত ইহা হিন্দু নির্য্যাতনের চরম অবস্থা। মদনবাবু তখন কিছুদিন দিল্লীতে অবস্থান করিয়া কানাডায় ফিরিয়াছেন। বলিলেন, সবই ভাল কিন্তু আপনি সাবধান থাকিবেন। কারণ আপনি ভারতে প্রবেশ করিলে রাজরোষের সম্মুখীন হইতে পারেন। আপনি ইন্দিরাকে বহু পত্র দিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান নীতি হইতেছে রাষ্ট্র কর্ত্তাদিগকে কোন সৎ উপদেশ দিলেই তাহার উপর পুলিশের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। আমি বলিলাম, "কেহ যদি আমাকে সৎ উপদেশ দেয় তাহা আমি নিতেও পারি, নাও নিতে পারি, তাহার উপর উৎপীড়নের নীতি অত্যন্ত অসঙ্গত।"

কানাডা হইতে ভারতে ফিরিবার কয়েকদিন পূর্বে আমি প্রথম যবন যজ্ঞ সম্পন্ন করিলাম। ভারতে ফিরিবার পর কিছুদিনের মধ্যেই দুর্গাপূজা। মায়ের পূজা ভালই হইল। কানাডায় অবস্থান কালেই বাম চক্ষুর রেটিনায় detachment হয় সূর্য্য এবং বরফের আলোর চমক লাগিয়া। শিবের কৃপায় চক্ষুর দৃষ্টিও বেশ ফিরিয়া আসিল। পূজার পর দৃষ্টিশক্তিটা বেশ কমিতে লাগিল। একটা পর্দার আড়ালে Retinaটা গড়িয়া উঠিতেছিল। সেই পর্দা ধীরে ধীরে শক্ত হইতে ছিলো। সেটা ভাল ভাবে শক্ত হইবার পূর্বে ডাক্তারের ভুলে অস্ত্রোপচার হইল। পর্দাটা ভাল ভাবে কাটিল না। একমাস পরে আবার পর্দাটা কাটা হইল। তাহাতেও চক্ষুর দৃষ্টি ফিরিল না। Ray বিভাগে তিনদিন চিকিৎসা হইল - তাঁহারা বলিলেন চক্ষুর সামনের দিকে Ratina ঠিক আছে কিন্তু পিছন দিকে সামান্য স্থানে রেটিনার সামান্য ফাঁক আছে; কাজেই দৃষ্টিশক্তি ঠিক ফিরিয়া আসে নাই। ডাক্তাররা রেটিনা operation এর কথা বলিতেছিলেন। আমি আর রাজী হই নাই।

এদিকে ডান চক্ষুতেও ছানি জমিতেছে। সেটা পরিপক্ক হইতে চার/পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে।

দুর্গাপূজা (১৯৭৬ সন) হইতে জন্মোৎসব (১৯৭৭ ১৪ই জানুয়ারী) পর্য্যন্ত বহু ঘটনাই ঘটিল। দিল্লীর I.B. বিভাগ বার বার আমাকে তদন্ত করিতে লাগিলেন। ইন্দিরার নিকট দেশবাসী আমার বিরুদ্ধে শত সহস্র পত্র দিয়াছে। আমি বুঝিলাম কংগ্রেসী গ্রাম্য টাউট্‌দের দুষ্কার্য্য। পুলিশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তদন্ততো করিবেন কিন্তু যাঁহারা পত্র দিয়াছেন তাঁহারা কোথায়? উত্তর - সব বেনামী পত্র। আমি বলিলাম দুই চারজন গ্রাম্য কংগ্রেসী টাওট্‌দের ধরিয়া আনুন এবং দশ বিশ হাণ্টার মারিয়া জিজ্ঞাসা করুণ, এই সব পত্র যাহারা লিখিয়াছে তাহাদের নাম বল। ইমারজেন্সীর আড়ালে হিন্দু নির্য্যাতনের যে দুর্নীতি চলিয়াছে ইহা বুঝিতে কাহারও সময় লাগিবে না। তাঁরা বলিলেন আমাদের উপর order আপনাকে arrest করিব। দিনাঙ্ক ২০/৩/৭৬ আমাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আলিপুর পুলিশ কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে বহু সংখ্যক পুলিশ অফিসার শত শত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তারপর উত্তর গুলি নোট করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্পষ্ট বলিলেন

''আপনি নির্দোষ লোক, আপনাকে ভুল বুঝা হইয়াছে।'' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা রিপোর্টে একথা বলিবেন কিনা? উঃ - ''না''। আমাকে লক্-আপে দেওয়া হইল। জেলের গেটে লইয়া যাইবার সময় একজন কংগ্রেসী উকিল যবনবাদ সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিলেন। আমি জানাইলাম যযাতির দুই পুত্রকে যেভাবে লিঙ্গ মুণ্ডন করিয়া বেদাচার (জ্ঞানবাদ) হইতে নির্বাসন করা হইয়াছিল সেই দৃশ্যগুলি আমি বলিলাম। তাহাদেরই বংশধরগণ যে ''জুঃ'' (Jew) জাতি ইহাও আমি বলিলাম। লিঙ্গ খণ্ডিত সম্প্রদায়ই সমস্ত পৃথিবীর মানবগণকে আইন ও অস্ত্রবলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং নির্য্যাতনে জর্জ্জরিত করিতেছে। শক্তিবাদ যদি এই যবনবাদকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে তবে আমি জানিব আমার দ্বারা বিশ্বের এক মঙ্গলময় কার্য্য সম্পন্ন হইল।

লক্-আপে দিবার সময় আমি ওসিকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমি কি অপরাধ করিলাম যে আমাকে নির্য্যাতনে ফেলিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, ''আমার উপর যা অর্ডার ছিল তা আমি করিয়াছি। আপনার অপরাধ কোর্ট আপনাকে বলিবে।'' লক্-আপে প্রবেশ করিয়াই আমি এমন কতকগুলি অনভ্যস্ত ব্যবহারের সম্মুখীন হইলাম যেগুলি অত্যন্ত বিচিত্র রকমের। আমি মনে মনে ইন্দিরা ও ফকিরুদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের কথা ভাবিতে লাগিলাম। এদিকে বন্ধু ও ভক্তের দল ভাল ভাবে গা ঢাকা দিল। তাহারা উল্টা হিতোপদেশও বিতরণ করিতে লাগিল। ''রাজদ্বারে ও শ্মশানে'' যাহারা বন্ধু তাহারাই শাস্ত্রমতে বন্ধু। সেরূপ বন্ধুও অনেকেই দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহারা মিশা আইনে বিচলিত হন নাই। এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে ৪৪০ ভোল্ট ইলেক্ট্রীক শকে আমি ও আমার প্রিয় ছাগলটী মৃত্যু বরণ করি। আমি অজ্ঞান অবস্থায় কতকক্ষণ ছিলাম আমি জানি না। সে সময় আমার ডান পাটী মাটির মধ্যে ঢুকিয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব নিমিষ আমার মৃত্যুঞ্জয় শিবের কথা মনে জাগিয়াছিল। শিব ক্ষিতিতত্ত্বের অধিপতি। তিনি যে আর্থের (মাটীর) সংযোগ করাইয়া ইলেক্ট্রীক কারেণ্ট সংহরণ করিয়াছেন ইহা স্বাভাবিক। জাগিয়া দেখিলাম ছাগলটী মৃত অবস্থায় জ্বলিতেছে। এই মৃত্যুতে আমি জানিলাম এই পৃথিবীর অস্তিত্ব আমার নিকট হইতে কোথায় যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমার অস্তিত্ব একটা বিন্দু রূপী সত্ত্বাতে সিদ্ধ সঙ্ঘা (গীতা) ঋষি স্তরের আকাশ মণ্ডলের কোন এক স্থানে অবস্থিত আছে। আমি হয়তো সেখান হইতেই পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম। আমার গায়ে কেউ হাত দিলে মনে হইত শরীরটা আছে। হাত না দিলে তাহাও মনে হইত না। এই ভাবে কয়েক মাস কাটিবার পর আমি মোগল-সরাইয়ে গেলাম। সেখানে অভিজ্ঞ লোকের সেবা যত্নে শরীর অনেকটা সারিয়া উঠিল।

লক্-আপে প্রবেশ করিবার পর বহু লোককেই বলিলাম ''আমি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইব''। জেলে প্রবেশের পরে তিনদিনও আমি জানিতে পারি নাই, আমার অপরাধটা কি ছিলো। পরে একটা নোটিশ আসিল তাহাতে আমি বুঝিলাম আমি কমিওনাল ও আমি বিদ্বেষবাদী। ফকরুদ্দিন (আসামে হিন্দুদের উপর ব্যাপক রক্তপাত কারী গুণ্ডা) ও ইন্দিরাকে আমি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইব এবং এজন্য আমি মনে মনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে ১৯৭৭ সালের ১৪ই জানুয়ারীর দিন সমাগত হইল। আমি মা ছিন্নমস্তার পূজা, যবনযজ্ঞ ও কুমারীদের দ্বারা বলিদানের ব্যবস্থা করিলাম। বণ্ড

(বালিকা) ও ইতি নাম্নী দুই কুমারী বলিদান করিল ও আমি বলিগুলি একহাতে ধরিয়াছিলাম। গুরুদেব, আপনার আশীর্বাদে এই প্রতিশোধ কাণ্ড শুধু হিন্দু ও ভারতের রক্ষার কারণই হয় নাই, ইহার কারণে ভারতের সৎ লোকেরাও বাঁচিয়া গিয়াছে।

মোগল সরাই হইতে ফিরিবার পরই দুর্গাপূজা। ইহার পর জন্মোৎসব, যবনযজ্ঞ ও নির্দোষ তপস্বীকে জেলে দিবার দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ অনুষ্ঠান। এই প্রতিশোধের মধ্যে আরও অনেক অনুষ্ঠান আছে, যেগুলি আপনি জানেন। আমি বিস্তার ভয়ে প্রকাশে বিরত রহিলাম। ইহার পর নেপালে গমনের পরিকল্পনা করিলাম। সেখানে মহাতপস্বী ন্যায় মুনির সন্ধান পাইয়া মনে বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম। শিবাজীর গুরু রামদাসস্বামী, শিখগুরু গোবিন্দ সিং এবং নেপাল রক্ষক ও কাট্‌মুণ্ডা রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং তপঃ প্রভাবে হিন্দু বৈদিক ধর্ম্মের কঙ্কাল রক্ষক ন্যায় মুনির তপস্যার প্রভাব স্মরণে আমি সত্যই মুগ্ধ হইলাম। নেপালের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবিশ্বকর্ম্মা আমাকে শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো শিক্ষা বিভাগে পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে স্থান দিবেন বলিয়া আমাকে বলিলেন।

বৈদিক ধর্ম্ম প্লাবনে মানব সভ্যতা রক্ষা করা এবং শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার দ্বারা দুর্বল ও অসুরবাদ ধ্বংস করিয়া দেওয়া এবং তপস্যা মূলক শক্তির প্রয়োগে ভারতকে রক্ষা করা, আমার জীবনের নীতি। যদি দিল্লীর শাসক বর্গ শক্তিবাদের একটী কণাও তাঁহাদের চিন্তায় স্থান দেন এবং উচ্চ শিক্ষায় শক্তিবাদ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ধর্ম শিক্ষা স্থান দেয় তবে আমি তাঁহাদের নানা ভাবেই সহায়ক থাকিব। শিব হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত গুরুগণের আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ আপনার মাধ্যমে আপনার অতি স্নেহের সত্যানন্দের মস্তকে বর্ষিত হইতে থাকুক, আমি একথা ভাবিয়াই আপনার শ্রীচরণে প্রণত হই।

ইতি -
প্রণতঃ সত্যানন্দ

নবগ্রহ মন্দিরের প্রস্তর ফলক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক স্থাপিত
বুদ্ধপূর্ণিমা ইং ১৯৬৭ সাল।

"গ্রহগণ হিন্দু ধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধেয় ও পূজ্য দেবতা। সম্পদে বিপদে মানবগণ গ্রহগণের শরণাপন্ন হন। গ্রহগণের প্রভাবে আমাদের ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের এক বৃহৎ অংশ নিয়মিত হয়। প্রত্যেক গ্রহ হইতেই এই পৃথিবীতে নানারকমের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাহু হইতে মক্কাবাদ এবং কেতু হইতে কম্যুনিজম আসিয়াছে। ভারতের বুকে মক্কাবাদীয় অত্যাচার সাত আট শত বৎসর চলিয়াছে। সম্প্রতি ভারতে কম্যুনিজমের অত্যাচারের যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শক্তিবাদের প্রসার কল্পে রাহু ও কেতুকে দেবত্ব পর্য্যায়ে স্থান দিয়া নবগ্রহ মন্দির স্থাপিত হইল। যবনবাদের ও কম্যুনিজমের অত্যাচার ইহার প্রভাবে নিস্তেজ হইতে থাকিবে এবং ভারতও দুর্বলবাদ ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।"

এই বাণীটি নবগ্রহ মন্দিরের দ্বারের উপরে পাথরের ব্লকে খোদিত আছে।

রাহু ও কেতুকে পাপগ্রহ বলা হইয়াছে। কিন্তু খুব মনোযোগের সহিত গ্রহ দুইটীর কথা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, জীবনে ইহাদের প্রভাব থাকিলেও জীবনের উন্নতি ও আত্মার উন্নতিতে ইঁহাদের প্রভাব শক্তিবাদীগণকে সহায়তা দিতে শক্তি রাখে।

মৃগপতি বৃষ কন্যা কর্কটস্থ চ রাহৌ
ভবতি বিপুললক্ষ্মী রাজ রাজ্যেধীনশঃ।
হয় গজ নর নৌকা মেদিনীমণ্ডলেশঃ
রিপুগণ তৃণবহ্নী রাহু তুঙ্গে চিরায়ুঃ॥

রাহু ও কেতুকে দেবতা পর্য্যায়ে স্থান দিয়া নবগ্রহ মন্দির স্থাপিত হয়। রাজা মহারাজা মহর্ষি অবতার, ইন্দ্র, ও মনুগণের জীবনে, ও কর্ম্মে ব্যাপকভাবে রাহু কেতুর প্রভাব কোন না কোন কারণে বিদ্যমান। দুর্গাপূজার মন্ত্রেও দেখা যায়, উচ্চস্তরের মনুষ্যত্ব যে সব মহাপুরুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের উপর রাহু কেতুর স্নেহ ও আশীর্বাদ প্রবলভাবে বিদ্যমান, রাহুর গুরু ছিন্নমস্তা মহাদেবী। শক্তিবাদ মঠে নবগ্রহ মন্দির ও তাহাদের পূজা এবং তাহাদের গুরুগণ মহাবিদ্যার পূজা ও যজ্ঞাদি কোন প্রকারেই ব্যর্থ হয় নাই। পূর্ববঙ্গের মুজিব শক্তিবাদের দিকে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, ইন্দিরা তাঁহাকে সেকুলারিজম ও ভূট্টোর পদতলে নিক্ষেপ করেন, শিমলা প্যাক্টের দ্বারা। গান্ধী, জহরলাল, ইন্দিরা, এরা সকলেই হিন্দুদের জন্য দুর্বলবাদ এবং যবনদের জন্য অসুর বাদের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে এখন শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা দিন দিন উপরের দিকে আসিতেছে। সেই সুযোগে দুর্বলবাদিরা (তাহাদের মধ্যে সাধু নামধারী ব্যবসায়ীও অনেক আছেন) শক্তিবাদের চিন্তাধারা চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদি একজন মহানব্যক্তিও শক্তিবাদকে ধরিয়া থাকেন, তবে ভারত ও বিশ্ব সব পাপের কল্মষই অতিক্রম করিবে। আমাদের কথা, ঈশ্বরের প্রদত্ত লিঙ্গকে যাহারা কর্ত্তন করে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না, উহাদের পায়ে তৈলমর্দ্দনকারী কোন মতবাদীকেও বিশ্বাস করিওনা।

ওঁ কীর্ত্তি লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ মেধাঃ পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমাঃ মতিঃ।
বুদ্ধি র্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ।
এতাস্তামভিষিঞ্চন্তু রাহু কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥

দ্রষ্টব্য দুর্গাপূজার স্নান মন্ত্র।

এখানেও দেখা যায় উচ্চস্তরের শক্তি স্তরের মনুষ্যত্ব আয়ত্ত হইলে রাহু কেতুও তৃপ্তিলাভ করে।

রাশি বারটী। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। মানুষের জীবন ও শরীরকে ১২ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত এই বার ভাগে বিভক্ত আছে। সব কথারই বিস্তারিত রহস্য বলিবার ইহা স্থান নহে। এই বারটি ভাগের মধ্যে দুইটা ভাগ হইতে মানবের ধর্ম্ম ভাবের বিচার হয়। ইহার একটী সাধনা প্রধান এবং অন্যটী ত্যাগ ও তপস্যা প্রধান। পশ্চিমী মতবাদীরা ধর্ম্মকে বাদ দিয়া মানব সমাজ গঠন করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ফলে এদের ধর্ম্ম হইতেছে ''দুর্বলবাদ বা অসুরবাদ''। এই ভয়ঙ্কর অনীতি ও পাপ কর্মে ভারতও জড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ইহার পরিণতি ভয়ঙ্কর হইতে বাধ্য।

"কোন গ্রহ আসিয়া দর্শন দিলেন।" এইরূপ উক্তি শনির পাঁচালীতে আছে। এ সম্বন্ধে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে অনেক ঋষি আছেন যাঁহারা গ্রহগণের গতি ও ক্রিয়া বিষয়ে তপস্যা করিয়াছেন এবং গ্রহের সব রহস্য জানিয়াছেন। সেইসব ঋষিগণের আত্মা ব্যোম মণ্ডলে অবস্থিত আছেন, তাঁহারাই দর্শন দেন, যদি প্রয়োজন বোধ করেন। "ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এই বিজ্ঞানে যে কোন দেবতার সিদ্ধ সাধককে সেই দেবতার স্বরূপ বলা যায়। কোন গ্রহ বিশেষ কাউকেই দর্শন দিতে আসেন না। গ্রহসাধক, গ্রহসিদ্ধ ও গ্রহ ঋষিগণই দর্শন দেন।

ভারত সরকার গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে অনেক সংস্কার করিয়াছেন। ইহা প্রয়োজনীয় শুভ কথা। গ্রহ নক্ষত্রের গতি ও স্থিতি বিষয়ে পূর্ব্বেও অনেক সংস্কার করা হইয়াছে। ভবিষ্যতেও গ্রহগতি সংস্কার সাধিত হইবে। সূর্য্য কোন এক অজ্ঞাত কেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সমস্ত পরিবার সহ চক্রাকারে ঘুরিতেছেন। এই চক্রাকার গতিবৃত্ত সব সময় একরূপ নয়। এই জন্যই পঞ্জিকা সংশোধনের প্রয়োজন হয়।

গ্রহগণের রত্নাদি ধারণ বিষয়ে শুভাশুভ ফলের কথা আছে।

রবির - বৈদূর্য্য মণি, মাণিক্য। তাম্র। বিল্বমূল। গুগ্‌গুল ধূপ।

চন্দ্রের - নীলকান্ত, মুক্তা। ইন্দ্রনীল। রৌপ্য, শঙ্খ, শশাগাছের শিকর, সরল কাষ্ঠ ধূপ।

মঙ্গল - মাণিক্য, প্রবাল, তাম্র, স্বর্ণ, মনঃশিলা, গৌরিকা, অনন্তমূল, দেবদারু।

বুধ - পুষ্পরাগ, মরকত, পদ্মরাগ, স্বর্ণ, পারদ, কাংস, বামুনহাটীর মূল।

বৃহস্পতি - মুক্তা, স্বর্ণ, গন্ধক, দস্তা, হরিতাল, দশাঙ্গ ধূপ।

শুক্র - হীরক, রৌপ্য, রাং, রামবসাক মূল, অগুরু ধূপ।

শনি - ইন্দ্রনীল, সীসা, লৌহ, শ্বেত বেড়েলার মূল, কাল অগুরু ধূপ।

রাহু - গোমেধক, লৌহ॥

কেতু - মরকত, বৈদুর্য্য মণি।

"ইন্দ্রনীলৈঃ মহানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ সুশুভনৈঃ দৃশ্যন্তে রথমারূঢ়া দেব্যাঃ ক্রোধ সমাকুলাঃ।" দেবীগণকে অসুরের বিরুদ্ধে ক্রোধে সমাকুলরূপে যুদ্ধের রথে বর্ত্তমান, দেখা যাইতেছে। তাঁহারা অঙ্গে বহু বহু ইন্দ্রনীল, মহানীল, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণি রত্ন সকল ধারণ করিয়া রণ সজ্জায় প্রস্তুত হইয়াছেন। এখানে দেখা যায় রত্ন ধারণের মধ্যে অশুভ গ্রহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং অসুরবাদীয় সমাজবাদকে ধ্বংস করাই প্রধান কথা। গ্রহ নক্ষত্র পূজাও যে শক্তিবাদের অঙ্গ সে কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নীলকান্ত মণি ছিল।

মানবের মনে যে অসুর ধ্বংসের প্রেরণা দেখা দেয় ইহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। অসুরবাদ ধ্বংসের প্রেরণাই শক্তিবাদীয় জীবন নীতি। ইহা কোন জ্যোতিষেও দেখা যায় না বা কোন রত্নধারকেও ইহা দেখা যায় না, কেন? কেবল টাকাই সব নয়। মনুষ্যত্বও অর্জন কর।

শক্তিবাদ মঠে যে সব মানত ও পূজাদি আসে তাহাতে দেখা যায় অনেকে পুরোহিতের দক্ষিণাতে দুইনয়াও দান করিতে চায় না! এখানে যে যাহা পূজা আনে, সেটা পূজান্তে তাহাকেই ফেরত দেওয়া হয়।

জ্যোতিষ ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ শান্তি ও শক্তি করণ কার্য্যে ঔষধাদির প্রয়োগে বেশ মোটা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। রত্নাদির ধারণে মানবের মনে দৈব বৃত্তির প্রভাব বৃদ্ধি হয় এবং অসুরবাদ ধ্বংসের প্রেরণা দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে যাঁহারা রত্নাদির সংস্পর্শে জড়িত তাঁহাদের মনে শক্তিবাদের প্রভাব আসা বাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষের শতাব্দিবিবেক

ভারতের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক প্রকার সন ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় শকাব্দ ১৯০০, মহাবীরাব্দ ২৫০৯, বুদ্ধ জন্মাব্দ ২৬০০ ইত্যাদি। ইংরেজী ১৯৩৩ সনে আমার প্রথম ক্রমবিকাশ (পতাকা ও কর্ম্মবিজ্ঞান) ছাপিয়া বাহির হয়। আমি প্রত্যেকখানা পুস্তকেই কলের্গতাব্দা ব্যবহার করিয়াছি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম। উহা কলের্গতাব্দা ৫০০১ অর্থাৎ কলিকালের ৫০০০ বৎসর পরে শক্তিবাদের আবির্ভাব কাল। আমরা শক্তিবাদ নীতিতে কলের্গতাব্দাই ব্যবহার করিতে পারি।

সৃষ্টির শক্তিস্তর, জ্ঞান স্তর, বিজ্ঞান স্তর, সৃষ্টির দৈবস্তর বা মানস সৃষ্টির স্তর, সৃষ্টির স্থূল বিশ্বসৃষ্টির স্তর। সৌর বিশ্বসৃষ্টির স্তরকেই শ্বেত বরাহ-কল্প বলা হইয়াছে। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহ নক্ষত্রগণ বিচরণ করেন। ইহাই খণ্ডিত কাল চক্র। মহাকাল চক্রই বিশ্ব জননী মা কালী। এই স্তরে নির্গুণ ব্রহ্ম এবং গতিরূপা আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই শক্তিবাদ লিখিত হইয়াছে। শক্তিবাদ এই বিশ্বে মহাশক্তিরই আবির্ভাব। ইহাকে আমি নিষ্ঠার সহিত শ্রদ্ধা করি। সৃষ্টির মূল চক্র এবং মহাশক্তির কালচক্রের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের জন্যই আমি গ্রহপূজাপুস্তক লিখিলাম। আমি ভারতকে কালর্গতেব্দাকে ভারতীয় সময়রূপে গ্রহণ করিতে বলি। ইহা এখন ৫০৭৮ সন। ইং ১৯৭৭, ১৯৭৮। মাঘীপূর্ণিমা শুক্রবার কলি যুগের উৎপত্তিকাল। মকর সংক্রান্তি (পৌষ) ও মাঘী পূর্ণিমা খুব নিকটস্থ দিনাঙ্ক। সূর্য্য কোন এক অজ্ঞাত বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এক চক্র ঘুরিয়া আসে। ইহারই নাম মন্বন্তর। মন্বন্তর ধরিয়াই সূর্য্য পরিবারের একচক্র। ইহাকে ধরিয়াই পঞ্জিকার কাল সমীকরণের সংশোধন করিতে হইবে। আদি গুরু মহাতপস্বী, মহানযোগী শিব সৌর বিশ্বসৃষ্টির কাল নিরূপণে যে সব কল্প ও কালচক্রের বিজ্ঞান বিবৃত করেন, সেই বিজ্ঞানে এখন কলিকালের গতাব্দা ৫০৭৮ সন। ভারত এই কাল সমীকরণের মহান নীতি গ্রহণ করিলে ভালই করিবেন।

যুগ বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি - এই ভাবে যুগ বিভাগের কথা প্রসিদ্ধ আছে। সত্য যুগের সবটা যুগই সত্য যুগ নয়। যেমন দশা, অন্তর্দ্দশা, প্রত্যন্তর দশা এবং প্রতিপ্রত্যন্তর দশার ভাগ হয়, ঠিক সেইরূপ প্রত্যেক যুগেরই আবার অন্তর্যুগ, প্রত্যন্তর যুগ এবং প্রতি প্রত্যন্তর যুগের আবির্ভাব হয়। বরাবর সত্যযুগ বা বরাবর কলিযুগের একচ্ছত্র প্রভাব কোন কালচক্রেই থাকে না। ৫০০১ কলের্গতাব্দা হইতে কলিকাল চক্রে শক্তিবাদের আবির্ভাব দেখা দিয়াছে। ইন্দিরা সরকার আমাকে খৃঃ ১৯৭৬ সনের ২০ মার্চ্চ বন্দী করিয়া আলীপুর (কলিকাতা) সেণ্ট্রাল জেলে লক আপে দিয়াছেন। ইহা ঘোর কলির প্রভাব। এই দিনাঙ্ক হইতে ১৯৭৭ সনের ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কালচক্র ভারতের পক্ষে অত্যন্ত দুর্দ্দিন। ইহার মধ্যে ইন্দিরা প্রবর্ত্তিত ইমারজেন্সীর ১৯ মাস কাল চরম উৎপীড়নের যুগ।

শক্তিবাদে সৌর বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভ কাল হইতে সাল গণনার নীতি গৃহীত হইয়াছে। সেই মতে সৌর বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভ হয় একটী শ্বেত রং বিশিষ্ট গ্যাস জাতীয় পদার্থ হইতে। ভারতীয় পঞ্জিকায় ইহার নাম হইতেছে ''শ্বেত বরাহকল্প''। এই গ্যাস জাতীয় পদার্থটী প্রথম অবস্থায় একটী প্রকাণ্ড শ্বেত বরাহের আকার বিশিষ্ট বাষ্পের মতন আকারে প্রকাশ পায়! ইহার সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহার আয়ুষ্কাল ধরা হইয়াছে চার শত বত্রিশ কোটি বৎসর কাল (৪৩২,০০,০০,০০০)। ইহার মধ্যে ১৯৭,২৯,৪৯,০৭৮ অতীত হইবার পর পৃথিবী সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পৃথিবীটি সৃষ্টি হইতে লাগিয়াছিল ১৯৫,৫৮,৪৯,০৭৮ বৎসর কাল। এই সময়ের অন্তেই পৃথিবীতে জীব সৃষ্টি আরম্ভ হয়। চলচ্ছক্তি বিশিষ্ট জীব সৃষ্টির পর পর রূপগুলিই মৎস্য, কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভৃগু, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি অবতার রূপে শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। আমরা সাল গণনার নীতি সম্বন্ধে বলিতেছিলাম। কাল গণনার সংস্কার সম্বন্ধে ভারতের নেতারা অনেক ভাবিয়া শকাব্দকে কাল গণনার সন ব্যবহার করিয়াছেন। সেই গণনা বর্ত্তমানে ১৮৯৯ শকাব্দ (ইং ১৯৭৭)।

ভারতীয় সাল গণনায় মন্বন্তর বিভাগই সাল গণনার প্রধান অবলম্বন। শ্বেত বরাহ কল্প হইতেই মন্বন্তর গণনার নীতি প্রতিষ্ঠিত আছে। সূর্য্য তাঁহার সমস্ত পরিবারসহ কোন এক বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া একটা চক্র ঘুরিয়া আসে। এই চক্রগতিকে একটা মন্বন্তর বলে। এক একটী মন্বন্তরের অন্তর্গত কয়েকটী করিয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ থাকে। বর্তমানে কলিযুগের অষ্টবিংশতি যুগ চলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এই অষ্টবিংশতি কলি যুগের লোক। বর্তমানে কলের্গতাব্দা ৫০৭৮। এখন খৃষ্টাব্দ ১৯৭৭। কলের্গতাব্দা ৫০০ বৎসরের মধ্যেই যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। এই ৫০০ বৎসরের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। পিতামহ ভীষ্ম ৫৮ দিন শরশয্যায় অবস্থান করিয়া মকর সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণে শরীর ত্যাগ করেন। যুদ্ধের আরম্ভ কালেই অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ গীতার কথা বলেন।

কলের্গতাব্দা ৫০০১ সনের মকর সংক্রান্তিতে আমার শক্তিবাদের আবির্ভাবের পুণ্যকাল। ইহাই আমার জন্মদিন। আর এখন ৭৮ বৎসর চলিয়াছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বিষয়ে কালী সিংহীর মহাভারতে যাহা লিখিত আছে উহা উদ্ধৃত হইল। ''কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন গ্রহের অবস্থান; মঙ্গল বক্র হইয়া মঘানক্ষত্রে ও বৃহস্পতি শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিত আছেন; শনি উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র আক্রমণ করিয়া পীড়ন করিতেছে, শুক্র পূর্বভাদ্রনক্ষত্রে আরোহণ করিয়া শোভাপ্রাপ্ত হইতেছেন এবং ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া উপগ্রহের সহিত উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছে; দ্বিতীয় উপগ্রহ কেতু সধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া ইন্দ্র সম্বন্ধী তেজস্বী জ্যেষ্ঠানক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছে, ধ্রুবনক্ষত্র প্রজ্জ্বলিত হইয়া বামপার্শ্বে প্রবর্ত্তিত হইতেছে; চন্দ্রসূর্য্য রোহিণীকে পীড়ন করিতেছেন; ক্রূরগ্রহ, চিত্রা ও স্বাতীনক্ষত্রের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছে; অনলসঙ্কাশ মঙ্গলগ্রহ বারংবার বক্রীকৃত হইয়া বৃহস্পতিসমাক্রান্ত শ্রবণানক্ষত্রকে আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন।''

সেখানে যুদ্ধের সময়ে দিনাঙ্ক বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। গুরুদেব (১৪১ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী) আমাকে বলিয়াছেন ''কলির প্রারম্ভে ৫০০ বৎসরের মধ্যেই মহাভারতের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।'' তখন ব্যাসদেব বেদ সংকলন করেন এবং মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণাদি লেখেন। তার মধ্যে শক্তিবাদের আবির্ভাব কলের্গতাব্দা ৫০০১ (খৃঃ অঃ ১৯০০) এর মকর সংক্রান্তি রাত্রি ১২ টা ৫৫ মিনিটে বা ১৪ই জানুয়ারীকে কেন্দ্র করিয়া। সে দিন পিতামহ ভীষ্ম দেহত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রধান ২টী পক্ষ। এরা ২ জনেই শক্তিবাদকে জানিতেন। কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর হইতে ৫০০০ বৎসর পর শক্তিবাদ মৃতপ্রায় ভারত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। ভীষ্ম সহস্র শরে জর্জ্জরিত। ভীষ্ম যখন দেহত্যাগ করেন তাঁহার অঙ্গের বিদ্ধ শরগুলি আপনি খসে পড়িয়া যায়, ক্ষত চিহ্নগুলিও নিশ্চিহ্ন হয়। তিনি দিব্য শরীর প্রাপ্ত হন এবং শরীর ত্যাগ করেন। শক্তিবাদও আজ সহস্র আঘাতে জর্জ্জরিত থাকিলেও আমার শরীর ত্যাগের পূর্ব্বেই শক্তিবাদ সমস্ত আঘাত অতিক্রম করিয়া দিব্য মতবাদে পরিণত হইবে। আমি সদাই দিব্য মনেই আছি এবং দিব্য ভাবেই শরীর ত্যাগ করিব। কুরুক্ষেত্রের পর ৫০০০ বৎসর আগে শক্তিবাদ আসে নাই। ইহার আবির্ভাব কাল ৫০০০ বৎসর পর মকর সংক্রান্তির দিন। অস্তর পক্ষে যুদ্ধ করিলেও ভীষ্ম শক্তিবাদী ছিলেন। শরশয্যা ও দিব্যমৃত্যু ইহার প্রমাণ।

নবগ্রহ পূজাবিধি

নবগ্রহ পূজার বিধি বলা যাইতেছে। গয়াতীর্থ পুস্তকে সংক্ষেপে পঞ্চ দেবতার পূজা বলা যাইতেছে। গয়াতীর্থ পুস্তকে সংক্ষেপে পঞ্চ দেবতার পূজা বলা হইয়াছে। গ্রহসাধক সেই নিয়মে আসন গ্রহণ, ব্রহ্মনাড়ীর স্মরণ, মূলাধারে ইষ্ট ও সহস্রারে গুরুকে প্রণাম করিবেন। প্রতিষ্ঠিত শিব মূর্ত্তিতে বা নারায়ণ শিলায় পূজা করিতে হইলে উহাদের উপর স্নানার্থ জল দিবেন। ওঁ মহাকালরূপ শিবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ খণ্ডকাল বিগ্রহ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ মহাকাল রূপিণী মহাকাল্যৈ নমঃ॥ আচমন॥ জলশুদ্ধি॥ ভূতের পূজা ও ভূতাপসরণ করিয়া কামিনী দেবীর ধ্যান করিবেন। গ্রহপূজা সম্পূর্ণরূপে মহাশক্তিরই পূজা। গ্রহপূজা ও মহাশক্তি পূজায় পূজককে অভিষিক্ত হইতে হয়। সংকল্প॥ ওঁ বিষ্ণু ওঁ তৎ সৎ অদ্য বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টবিংশতি কলিযুগে কলের্গতাব্দাঃ ৫০৭৮ বর্ষে বৌদ্ধ অবতারে (বৌঃ অঃ ২৫২০/২১) (ইং ১৯৭৮) বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমান্তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক অমুক গোত্র শ্রী অমুকস্য কল্যাণার্থং আদিত্যাদি নবগ্রহ প্রীত্যর্থে নবগ্রহ পূজা (যজ্ঞ) কর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)। সংকল্পিতার্থাঃ সিদ্ধয় সন্তু মনোরথাঃ শত্রুনাং বুদ্ধি নাশায় মিত্রানামুদয়ায় চ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। ওঁ তৎসৎ ওঁ॥ স্বস্তি বাচন॥ গুরু প্রভৃতির প্রণাম॥ যদি ঘটে পূজা করিতে হয় তবে এখন ঘটস্থাপনা করিয়া লইবেন। (গয়াতীর্থ পুস্তক দ্রষ্টব্য)॥ জলে বা শিব মূর্ত্তিতে বা নারায়ণ শিলায় দেবতাগণের জলে ফুলে পূজা করিবেন এবং সংকল্প করিবেন। গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করিবেন। পঞ্চদেবতার পূজার শেষ পূজা হইতেছে ''জয় দুর্গার''

পূজা। জয় দুর্গাই মহাকালীর রূপ। জয়দুর্গার পূজার পর মহাকাল রূপা কালীর পূজা না করিলেও চলে; তবে মহাকালরূপিণী কালীর ধ্যান পূজা করিয়া খণ্ডকালরূপ গ্রহগণের পূজা করিলে পূজার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হয়। মহাকালকে মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, তিথি, পক্ষ, মাসাদিতে ভাগ করিয়াই গ্রহগণের গতি। গ্রহগণ মহাকালেরই খণ্ডরূপ। অখণ্ড কালশক্তিই মহাকালী রূপে পূজিতা। মনোবিকাশের পথে ক্রমে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শেষ স্তর শক্তি স্তরে। এই কাল শক্তিই জয়দুর্গা। জয়দুর্গাই ক্রম বিকাশে শক্তি স্তরের দেবতা। ষট্‌চক্র ভেদের পথে শক্তিস্তরের প্রতিষ্ঠার জন্য তান্ত্রিক যোগপথে অগ্রসর হইতে হয়। আমরা শক্তিবাদ ধর্মে দুইটা পথকেই মানিয়া লইয়াছি। সেই পথের প্রথম অনুষ্ঠান প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের পর ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধির বিস্তারিত আলোচনা সিদ্ধসাধক গ্রন্থে দেখুন। মূলাধার হইতে সহস্রার এবং সহস্রার হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত তিনবার স্মরণ করিলে সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি হয়। সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধির পর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া মহাকালরূপা কালীর ধ্যান করিবেন। শক্তিবাদ মঠে বুদ্ধপূর্ণিমাতে গ্রহপূজা ও নবগ্রহ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সেই পূজায় বিস্তারিত ন্যাসাদি করিয়া কালী পূজা করা হয়। বঙ্গদেশে মহাকালী মূর্ত্তি খুব বেশী প্রচলিত নাই। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। তাঁহাদের দেবমন্দিরে মহাকালীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানসিংহ মহাশক্তির এই মূর্ত্তিটী জয়পুরে লইয়া যান এবং জয়পুরে আমের রোডের ধারে সুন্দর ও সুরক্ষিতভাবে মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি মূর্ত্তিটি দর্শন করিয়াছি। তাঁহার দশমুণ্ড, দশহস্ত ও দশপদ। মহাকালের সত্ত্বার মধ্যে যে মহাশক্তি ক্রিয়াশীল, তিনি মহাকালী। অখণ্ড মহাকালই গ্রহ নক্ষত্রের আবর্ত্তনের মধ্যে বর্ষ, ঋতু, মাস, সপ্তাহ, দিন, রাত্রি অংশে খণ্ডিত হইয়াছেন। খণ্ডিত কালশক্তিই সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু ও পৃথিবীর গতিচক্র নামে খ্যাত। জীবের জন্মস্থিতি ও মৃত্যু কালচক্রেরই গতির ফল। কালচক্রের বাইরে কেহই যাইতে পারে না। তুমি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া নবগ্রহ মানো আর নাই মানো, তুমি এই চক্রের মধ্যেই রহিয়াছ। সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু - কেহই শক্তিহীন নহেন। সকলের পেছনেই শক্তি রহিয়াছেন। রবির পেছনে মাতঙ্গী, চন্দ্রের পেছনে কমলা, মঙ্গলের পেছনে বগলামুখী, বুধের পেছনে ত্রিপুরা, বৃহস্পতির পেছনে তারা, শুক্রের পেছনে ভুবনেশ্বরী, শনির পেছনে কালী, রাহুর পেছনে ছিন্নমস্তা, কেতুর পেছনে ধূমাবতী, পৃথিবীর শক্তি ভৈরবী। এইরূপ মহাশক্তির দশরূপই মহাকালীর দশমুণ্ড, এই দশমহাবিদ্যার কর্ম্মশক্তিই মহাকালীর দশহস্ত, দশমহাবিদ্যার গতিশক্তিই মহাকালীর দশখানা পাদ। আসল কথা মহাকালীই দশমহাবিদ্যা। কালী ও মহাকালীতে কোন ভেদ আছে কি? উঃ- না। কালীই দশমহাবিদ্যা। কালী যে দশমহাবিদ্যার তাত্ত্বিকরূপ ইহা স্পষ্ট করিবার জন্যই মহাকালীকে ঐরূপ দশমুণ্ড, দশহস্ত ও দশপাদ করিয়া বুঝানো হইয়াছে। কালীর ধ্যানের সব রহস্যই সিদ্ধসাধক গ্রন্থে বলা হইয়াছে। কালীধ্যান রহস্য ও মহাকালী রহস্য একই তত্ত্বের কথা। কালী একাধারে ব্রহ্মতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব। মা কালী আমার শক্তিবাদের একান্ত উপাস্যা তত্ত্ব।

পঞ্চদেবতার তত্ত্বের মধ্য দিয়া শক্তিস্তর পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশের পথই বৈদিক পূজা বিধানের পথ। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য, আজ্ঞা ও সহস্রারের

মধ্যদিয়া পূর্ণবিকাশের পথই তান্ত্রিক বিধানের বিকাশ পথ। শক্তিবাদ ধর্ম্মে দুইটী বিকাশ পথই গৃহীত হইয়াছে। তান্ত্রিক পথে প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস ইত্যাদির অবলম্বন করিতে হয়। এবিষয়ে কালীপূজা এবং দুর্গাপূজা বা দশমহাবিদ্যার পূজা এবং নবগ্রহ পূজা সম্পূর্ণরূপে তান্ত্রিক পূজা। তান্ত্রিক পূজা করিতে হইলে অভিষিক্ত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন। নবগ্রহ পূজা বিধানে আমরা মহাকালী বা কালীপূজাকে বেশী বিস্তৃত করিতে চাই না। মহাশক্তিরূপিনী মহাকালীই আসল কাল সত্ত্বা। নবগ্রহগণ মহাকালেরই খণ্ড বিভূতি। এখানে পূজার প্রধান লক্ষ্য মহাকালকে এবং তাঁহারা খণ্ডবিভূতি নবগ্রহকে অর্চ্চনা করা। আমরা যে তত্ত্বের পূজা অর্চ্চনা করি সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সৃষ্টির মোট ৪টা স্তর। (১) স্থূল (২) সূক্ষ্ম (৩) কারণ (৪) তুরীয়া। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে সৃষ্টির মধ্যে ধরা হয় নাই। স্তুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে লইয়া আলোচনা অসম্ভব।

(১) সৃষ্টির স্থূলস্তর। ইহাকে দার্শনিক ভাষায় বিশ্ব বলা হয়। জীবের স্থূল শরীর এবং গ্রহনক্ষত্রের গতি ও জ্যোতিঃসহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্গত। গ্রহ গতির সঙ্গে তুরীয় স্তরের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এসম্বন্ধেও বলা হইবে।

(২) সূক্ষ্ম সৃষ্টির স্তর। ইহাকে দার্শনিক ভাষায় তৈজস বলে। ইহা সৃষ্টির মানস স্তর। এখানে আমাদের মনোজগত এবং গ্রহ নক্ষত্রের সূক্ষ্ম তেজ প্রভাবযুক্ত জগৎ, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব স্তরের কিছু অংশ অবস্থিত।

(৩) সৃষ্টির কারণ স্তর। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ তত্ত্বের সূক্ষ্মতম অংশকে তন্মাত্রা তত্ত্ব বলে। সূক্ষ্ম তন্মাত্রা তত্ত্ব ও জীবের অহং বিন্দুগুলি সৃষ্টির কারণ স্তরে অবস্থিত। তন্মাত্র সাংখ্যের মহৎতত্ত্ব, পঞ্চ তন্মাত্রাতত্ত্ব এবং ১ কলা হইতে ৭৷৷০ কলার জীব বীজগুলি সৃষ্টির কারণ স্তরে অবস্থিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীব সকল সবই এই কারণ স্তর হইতে সৃষ্ট হয়।

(১) মঠ হইতে নবগ্রহ কবচ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। যাঁহারা মনে করেন গ্রহদের আশীর্ব্বাদ নিজেদের জীবন যাত্রায় প্রয়োজন তাঁহারা ইহা ধারণ করিতে পারেন। নিত্য স্নান কালে গ্রহ মঙ্গলং নামক শান্তি মন্ত্রটী পাঠ করিয়া একটু জলে কবজটীকে স্পর্শ করাইবেন এবং জলটুকু পান করিবেন।

(২) রবির আকন্দ, চন্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির, বুধের অপমার্গ, বৃহস্পতির অশ্বত্থ, শুক্রের যজ্ঞডুমুর, শনির শমীবৃক্ষ, রাহুর দুর্ব্বা, কেতুর কুশ সমিধে যজ্ঞ হয। গ্রহগণের জ্যোতির মধ্য দিয়া তাঁহাদের শক্তি পৃথিবীতে পরিবেশিত হয়। যে যে শক্তিমান দৈবী বৃক্ষ গ্রহগণের জ্যোতি হইতে বিশেষ ভাবে শক্তি আহরণ করিতে সক্ষম সেই সব ডাল ও পল্লব হইতে সমিধ সংগ্রহ করিয়া তৎতৎ সমিধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহদেবতার যজ্ঞ করা হয়। সেই সব যজ্ঞের বিভূতিতে সূক্ষ্ম আকারে বৃক্ষ নিহিত শক্তি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। সেই সব শক্তি গ্রহগণের আশীর্ব্বাদ।

(৩) গ্রহগণের শক্তি অনেক বৃক্ষ নিজের মূলে বিশেষভাবে সঞ্চিত করে। বিভিন্ন নক্ষত্রে সেইসব শক্তির সংগ্রহ বিপুলাকারে হয়। গ্রহগণের প্রীতির জন্য সেইসব মূলগুলি ধারণ করা যায়।

(৪) প্রত্যেক গ্রহেরই জ্যোতি আছে। রবির জ্যোতির মিশ্রণে সেইসব জ্যোতি বেশী শক্তিশালী হয়। সেই সব জ্যোতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে এবং পৃথিবীতে চলিয়া আসে। পৃথিবীর মাটী, জল, বায়ু, অগ্নি, জীব ও জীবের মন ও শরীর সেই সব জ্যোতি আহরণ করে। সব জীবের সেই সব গ্রহজ্যোতি-শক্তি আহরণের সমান ক্ষমতা থাকে না। যে জীব বা যে বস্তু বেশী আহরণ করিতে সক্ষম, সেটার বিচার হয় লগ্নকে কেন্দ্র করিয়া এবং অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া। আবার কাহার মন কোন গ্রহের কতটা শক্তি আহরণ করিবে সেটা বিচার হইবে কুষ্টির ছক্ দেখিয়া।

নবগ্রহ পূজা

রবির ধ্যান - ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গম্ দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্তদ্বয়ং বরাভয় করং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্॥
শিবাধি দৈবতং সূর্য্যং বহ্নি প্রত্যধি দৈবতং॥

পূজামন্ত্র - ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়॥

ঊর্দ্ধবাহু হইয়া জপ - ৬০০০॥ ৬০০ হোম॥ ৬০ তর্পণ॥ ব্রাহ্মণ ভোজন ১॥ বলি গুড় মিশ্রিত তণ্ডুল॥ আকন্দ সমিধ॥ কপিল নামক অগ্নি। বৈদিক মন্ত্রে হোম - ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মত্যঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যান্ স্বাহা।

প্রণাম - ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্ন প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

সূর্য্যের অর্ঘ্য - ওঁ নমঃ বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে
জগৎ সবিত্রে সবিত্রে কর্ম্মদায়িণে ইদং অর্ঘ্যং ওঁ সূর্য্যায় নমঃ॥

অধিদেবতা শিবের ধ্যান ও পূজা॥ গ্রহদেবতার দক্ষিণে শিব ও বামে বহ্নির পূজা॥

প্রত্যধিদেবতা বহ্নির ধ্যান - ওঁ পিঙ্গাক্ষ শ্মশ্রু কেশাক্ষ পিনাঙ্গ জঠরোঅরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

প্রণাম - ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারি চক্ষুসে মহেশ্বরানাং মখতায়ুষে।
চরানাং জঠরেষু সংস্থিতে ত্রিধা বিভক্তয়ে নমস্ত বহ্নয়ে॥

মাতঙ্গীর ধ্যান - ওঁ শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থাং
বেদৈরাঢ্য দণ্ডৈরশি খেটকং পাশাঙ্কুশমধরাম্॥

পূজামন্ত্র॥ ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গে ফট্ স্বাহা॥

দক্ষিণা ও দান - ধেনু রক্তবর্ণ পট্ট বস্ত্র। প্রবাল, তাম্র ও উপবীত।

পূজাদ্রব্য - রক্তচন্দন, গুগ্‌গুল, ধূপ, রক্তপুষ্প, মাল্য, বস্ত্র।

অবতার - রাম।

সোমের ধ্যান - ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রম্ সিতাম্বরং।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্॥
দশাশ্বং শ্বেত পদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধি দৈবতং।
জলং প্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহবয়েৎ তথা॥

পূজামন্ত্র - ওঁ ঐঁ ক্লীং সোমায়॥

প্রণাম - ওঁ দিব্যশঙ্খ তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুট ভূষণম্॥

জপ॥ অধঃপানি, শক্তিমালা জপের সংখ্যা ১৫০০০॥ হোম ১৫০০॥ তর্পণ ১৫০॥ অভিষেক ১৫॥ ব্রাহ্মণ ভোজন ২॥ কাপালিক ভোজন ২॥ পলাশ কাষ্ঠের সমিধ॥ পিঙ্গল নামক অগ্নি॥

বৈদিক মন্ত্রে হোম - ওঁ আপ্যাস্য সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ট্যং
ভবাবাজস্য সংগথে স্বাহা॥ ওঁ ঐঁ ক্লীঁ সোমায় স্বাহা।

বলি দ্রব্য - ঘৃত পায়েস।

অধিদেবতা উমার ধ্যান॥ ওঁ স্বর্ণ সদৃশীং গৌরীং ভুজদ্বয় সমন্বিতাম্।
নীলারবিন্দাং বামেন পাণিনা বিভ্রতীং সদা॥
স্বশুক্লং চামরং ধৃত্বা ভর্গস্যাঙ্গে চ দক্ষিণে।
বিন্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়েৎ॥
বিনাপি মাতরং তাং হি রুদ্রাং ভক্তস্তু চিন্তয়েৎ।
দ্বিভুজাং স্বর্ণ গৌরাঙ্গীং পদ্ম চামরধারিণী॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনে গতাং সতীম্॥

প্রত্যধিদেবতা বরুণের ধ্যান॥ ওঁ পাশ্চাত্যে বরুণং শুক্লং মকবায়ূঢ়মুজ্জ্বলম্।
অপাং পতিং পাশধরং পরিবারে সমর্চ্চয়েৎ

পূজা॥ প্রণাম মন্ত্র - ওঁ বরুণধবলোজিষ্ণুঃ পুরুষোনিম্নগধিপঃ। পাশহস্তোমহাবাহুস্তস্মৈ নিত্য নমোনমঃ।

পূজাদ্রব্য - শুক্ল, পুষ্প, বস্ত্র, মাল্য, আভরণ, শ্বেতচন্দন, সরল ধূপ।

দক্ষিণা - শঙ্খ। দান পট্টবস্ত্র। শুক্ল ধেনু। ক্ষীর পুরিত শঙ্খ। রজত নির্ম্মিত চন্দ্র।

কমলার ধ্যান - ওঁ কান্তাকাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরি প্রখ্যৈশ্চতুর্ভি র্গজৈঃ।
হস্তোৎক্ষিপ্ত হিরণ্ময়ামৃত ঘটৈ রাসি চ্য মানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রানাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাম্।
ক্ষৌমাবদ্ধ নিতম্ব বিম্ব ললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥

পূজামন্ত্র - ওঁ হ্রীং শ্রীং কমলায়ৈ নমঃ।

মঙ্গলের ধ্যান - ওঁ আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্।
আরক্ত মাল্য বসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষিণোর্দ্ধ ক্রমাচ্ছক্তির্বরাভয় গদাকরম্।
আদিত্যাদিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ॥
স্কন্দাদি দৈবতং ভৌমং ক্ষিতি প্রত্যধি দৈবতম্॥

পূজামন্ত্র - ওঁ হ্রীং শ্রীং মঙ্গলায়।

প্রণাম - ওঁ ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুক্ত সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥

জপ - ঊর্দ্ধপাণি ও শৈবমালাতে জপ॥ জপের সংখ্যা ৮০০০॥ হোম ৮০০॥ তর্পণ ৮০॥ অভিষেক ৮॥ ব্রাহ্মণ ভোজন ১। ভিক্ষুক ভোজন ১॥

হোম - ধূম্র নামক অগ্নি, খদির কাষ্ঠ সমিধ॥ হোমের মন্ত্র - ওঁ অগ্নির্মুর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংশিজিন্বতি স্বাহা। ওঁ হ্রীং মঙ্গলায় স্বাহা॥

পূজাদ্রব্য - কুঙ্কুম॥ চন্দন, রক্তপুষ্পাদি॥ দেবদারু ধূপ॥

দক্ষিণা - রক্তবর্ণ বৃষ॥ দান - রক্তবর্ণ বস্ত্র॥ প্রবাল॥ মসুর ও তাম্র॥

স্কন্দের ধ্যান - ওঁ কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতম্।

(কার্ত্তিক) তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভং শক্তি হস্তং বরপ্রদং।
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কার ভূষিতম্॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ কার্ত্তিকেয়াবনমঃ॥

প্রণাম - ওঁ কার্ত্তিকেয়ং নমস্যামি গৌরীপুত্রং সূতপ্রদম্।
ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্প নিসূদনম্॥

প্রত্যধিদেবতা ক্ষিতির পূজা - ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।

দেবতা বগলামুখীর ধ্যান - ওঁ মধ্যে সুধাব্ধি মণি মণ্ডপ রত্নবেদী সিংহাসনো
পরিগতাং পরিপীত বর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণ মাল্য বিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গর বৈরী জিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেন দেবীং বামেন শত্রুং পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাতিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাম্ নমামি॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্বে দুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং
কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্রীং ওঁ স্বাহা।

অবতার - নৃসিংহ।

বুধের ধ্যান - ওঁ মাগধং দ্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্।
বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্ম গদাবরদ খড়্গিনম্॥
সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীত বস্ত্রম্ তথাহ্বয়েৎ।
নারায়ণাধি দৈবঞ্চ বিষ্ণু প্রত্যধি দৈবতম্।

পূজা মন্ত্র - ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং বুধায়।

প্রণাম - ওঁ প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিম্ বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥

স্তব ও শৈব মালাতে বুধের জপ - জপের সংখ্যা ১৭০০০॥ হোম ১৭০০॥ তর্পণ ১১৭॥॥ অভিষেক ১৭॥ ব্রাহ্মণ ভোজন ২॥ শিশু ভোজন ১॥ হোম জঠর নামক অগ্নি॥ অপামার্গের সমিধ॥

পূজা মন্ত্র - পীত বস্ত্র॥ ধূপ বস্ত্রাদি॥ সরল গন্ধ॥ ঘৃতযুক্ত দেবদারু ধূপ।

হোমের মন্ত্র - ওঁ অগ্রে বিবস্বদুষ সশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য। আ দাশুষে জাতবেদো
বহা ত্বমাদ্যা দেবাঁ উষবুধঃ স্বাহাষ
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বুধায় স্বাহা॥

অধিদেবতা নারায়ণের ধ্যান - ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ুরবাণ কনক কুণ্ডলবান কিরীটিহারী
হিরণ্ময় বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ।

পূজা মন্ত্র - ওঁ শ্রীং নারায়ণায় নমঃ।

প্রণাম - ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

প্রত্যধিদেবতা বিষ্ণুর ধ্যান - ওঁ শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশং হিম কুন্দেন্দু সন্নিভম্।
কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌ ম্যৈঃ প্রীণয়ন্তম্ চরাচরম্॥
লাবনামৃত তোয়েন সিঞ্চন্তমিব সর্বতঃ।
স্থনাভং বারিজং পদ্মং ধারয়ন্তং গদাং শুভাম্॥
ভূষিতং মালয়া তদ্বদ্দীপিতং মনিলাচ্ছনৈঃ।
শ্রী পুষ্টি গরুড়াদৈশ্চ সমন্তাত্তু পরিপ্লূতম্॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ॥

গায়ত্রী - ওঁ ত্রৈলোক্য মোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

দেবী ত্রিপুর স্থন্দরীর ধ্যান - ওঁ ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ক কিরণোজ্জ্বলাম্।
জবা কুস্থম সংকাশাং দাড়িমী কুস্থমোপমাম্॥
পদ্মরাগ প্রতিকাশাং কুঙ্কুমারুণ সন্নিভাম্।
স্ফুরন্মুকুট মাণিক্য কিঙ্কিনী জাল মণ্ডিতাম্॥
কালালি কুলশঙ্কাশ কুটিলালক পল্লবাম্।
প্রত্যগ্রারুণ সঙ্কাশ বদনাম্ভোজ মণ্ডলাম্॥
কিঞ্চিদর্দ্ধেন্দু কুটিল ললাট মৃদু পট্টিকাম্।
পিনাকী ধনুরাকার ভ্রূলতাং পরমেশ্বরীম্॥
আনন্দমুদিতোল্লাস লীলান্দোলিত লোচনাম্।
স্ফূরন্ময়ূখ সঙ্কাশং বিলসদ্ধেম কুণ্ডলাম্॥
স্থগণ্ড মণ্ডলাভোগ জিতেন্দ্বমৃতং মণ্ডলাম্।
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মাণসূত্র স্থপষ্ট নাসিকাম্॥
তাম্রবিদ্রুম বিম্বাভরক্তোষ্ঠীমমৃতোপমাম্।
স্মিত মাধুর্য্যবিজিত মাধুর্য্য রসসাগরাম্॥
অনৌপম্য গুণোপেত চিবুকোদ্দেশ শোভিতাম্।
কম্বুগ্রীবাং মহাদেবীং মৃণাল ললিতৈ র্ভুজৈঃ॥
রক্তোৎপল দলাকার স্থকুমার করাম্বুজাম্ষ
রক্তাম্বুজ নখজ্যোতির্ব্বিতানিত নভস্থলাম্॥
মুক্তাহার লতোপেত সমুন্নত পয়োধরাম্।
ত্রিবলী বলয়াযুক্ত মধ্যদেশ স্থশোভিতাম্॥
লাবণ্য সরিদাবর্ত্তা কারণাভি বিভূষিতাম্।
অনর্ঘ রত্নঘটিত কাঞ্চীযুত নিতম্বিণীম্॥
নিতম্ববিম্বদ্বিরদ রোম রাজি বরাঙ্কুশাম্।
কদলী ললিত স্তম্ভ স্থকুমারোরুমীশ্বরীম্॥
লাবণ্য কুস্থমাকার জানুমণ্ডল বন্ধুরাম্।
লাবণ্য কদলীতুল্য জঙ্ঘাযুগল মণ্ডিতাম্॥

গূঢ়গুলফ পদদ্বন্দ্ব প্রপদাজিত কচ্ছপাম্।
তনুদীর্ঘাঙ্গুলী স্বচ্ছ নখরাজি বিরাজিতাম্॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিরো রত্ন নিঘৃষ্ট চরণাম্বূজাম্।
শীতাংশু শত সঙ্কাশ কান্তি সন্তান হাসিনীম্॥
লৌহিত্য জিত সিন্দুর জবা দাড়িম রূপিণীম্।
রক্তবস্ত্র পরিধানাং পাশাঙ্কুশ করোদ্যতাম্॥
রক্তপদ্ম নিবিষ্টান্ত রক্তাভরণ ভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রান্ত পঞ্চবাণ ধনুর্ধরাম্॥
কর্পূর শকলোন্মিশ্র তাম্বুল পুরিতাননাম্।
মহামৃগ মহোদ্দাম কুঙ্কুমারুণ বিগ্রহাম্॥
সর্ব্বশৃঙ্গার বেশাঢ্যং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্।
জগদাহ্লাদ জননীং জগদ্রঞ্জন কারিণীম্॥
জগদাকর্ষণ করীং জগৎকারণ রূপিণীম্।
সর্ব্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্ব্ব সৌভাগ্য সুন্দরীম্॥
সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্ব্বশক্তিময়ীং শিবাম্।
এবং রূপমাত্মানং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজয়েৎ॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং স্বাহা।

অবতার - ভগবান বুদ্ধ।

বৃহস্পতির ধ্যান - ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্।
ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষোর্দ্ধাদক্ষ বরদ করকা দণ্ডমাহ্বয়েৎ।
ব্রহ্মাধি দৈবতং সূর্য্যাস্যমিন্দ্র প্রত্যধি দৈবতম্॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে।

প্রণাম - ওঁ দেবতানামৃষিনাঞ্চ গুরুং কনক সন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥

জপ - স্তব্ধ পাণি ও শৈব মালাতে জপ॥ সংখ্যা ১৯,০০০॥ হোম ১৯০০॥ তর্পণ ১৯০॥ অভিষেক ১৯॥ ব্রাহ্মণ ভোজন ২॥ জোতির্বিদ ভোজন ১॥ হোম শিখি নামক অগ্নি॥ অশ্বত্থ কাঠের সমিধ॥

হোমের মন্ত্র - ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ প্রভঞ্জৎ সেনাঃ প্রমৃনোযুধা জয়ন্ন স্মাক মেধ্য বিতারথানাং স্বাহা॥ ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ বৃহস্পতয়ে স্বাহা।

পূজা দ্রব্য - পীতবর্ণপুষ্প॥ পীত বর্ণের দ্রব্যাদি॥ চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুম্‌কুম্ এই চারি প্রকার গন্ধদ্রব্য॥ দশাঙ্গ ধূপ॥ দক্ষিণা পীত বর্ণের বস্ত্রযুগ্ম॥ দান - মুক্তা, কাঞ্চন, পীত বর্ণের অশ্ব॥ যজ্ঞোপবীত ও ফল॥

অধিদেবতা ব্রহ্মার ধ্যান - ওঁ পদ্মাসনস্থো জটীলো ধ্যায়েৎ ব্রহ্মা চতুর্ভুজঃ।
অক্ষমালাং শ্রুবং বিপ্রং পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
ব্যাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংস স্তথৈব চ॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥

প্রণাম - ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্মূর্ত্তির্হেমবাসাঃ পীতাম্বর।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্বর্গস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

প্রত্যধিদেবতা ইন্দ্রের ধ্যান - ওঁ পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরংবিভুম্।
সর্ব্বালঙ্কার সংযুক্তং নৌমিন্দ্রং দিকপতিশ্বরম্॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ লাং ইন্দ্রায় নমঃ।

প্রণাম মন্ত্র - ওঁ বিচিত্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎ কুলিশ পাণয়ে।
পৌলোম্যালিঙ্গিতাঙ্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ॥
ওঁ শক্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ।
ঐরাবত গজারূঢ়ঃ সহস্রাক্ষ নমোঽস্তুতে॥
বজ্রহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

তারা ধ্যান - ওঁ প্রত্যালীঢ় পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ॥
নব যৌবন সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোল জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং॥
খড়্গ কর্ত্তৃ সমাযুক্ত সব্যেতর ভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপল সংযুক্ত সব্যপানি যুগান্বিতাম্॥
পিঙ্গোগ্রৈক জটাং ধ্যায়েৎ মৌলাবক্ষোভ্যো ভূষিতাম্।
বালার্ক মণ্ডলাকার লোচন ত্রয় ভূষিতাম্॥
জ্বলচ্চিতা মধ্যগতাং ঘোর দংষ্ট্রাং করালিণীম্।
সাবেশস্মের বদনং স্ত্রৈলঙ্কার বিভূষিতাম্॥
বিশ্বব্যাপক তোয়ান্তঃ শ্বেত পদ্মো পরিস্থিতাম্॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্॥ অবতার বামন॥

শুক্রের ধ্যান - ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্।
পদ্মস্থমাহ্বায়েৎ সূর্য্য মুখম্ শ্বেতং চতুর্ভুজম্॥
সদাক্ষবর করকা দণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্।
শক্রাধি দৈবতং ধ্যায়েৎ শচী প্রত্যধি দৈবতম্॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়॥

প্রণাম - ওঁ হিমকুণ্ড মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমগুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥

জপ - স্ফটিকপাণি ও শৈব মালাতে॥ জপ সংখ্যা ২১০০০॥ হোম ২১০০॥ তর্পণ ২০০॥ অভিষেক ১০০॥ ব্রাহ্মণ ভোজন ৩॥ শৈব ভোজন ৩॥

হোম - সাটক নামক অগ্নি॥ ডুমুরের সমিধ॥

বৈদিক হোম মন্ত্র - ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অনাদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বাহি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রাতে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শুক্রায় স্বাহা॥

পূজা দ্রব্যাদি - শুক্ল পুষ্প॥ শ্বেত চন্দন॥ অগুরু ধূপ॥ দক্ষিণা - ঘোটক॥

দান - শুক্ল বর্ণের অশ্ব॥ শুক্ল বস্ত্র॥ স্বর্ণ ও মুক্তা॥

অধিদেবতা ইন্দ্রের ধ্যান - ওঁ পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরং বিভুম্।
সর্ব্বালঙ্কার সংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিক পতিশ্বরম্॥
পূজা মন্ত্র - ওঁ লাং ইন্দ্রায় নমঃ॥
শচীর ধ্যান॥ পূজা॥
দেবতা ভুবনেশ্বরীর ধ্যান॥ ওঁ উদ্যদ্দিন করদ্যুতি মিন্দু কিরীটাং তুঙ্গকুচাম্ নয়নত্রয় সংযুক্তাং। স্মেরমুখীং বরাঙ্কুশ পাশাভীতি করাম প্রভজেদ্ ভুবনেশ্বরীম্॥
পূজা মন্ত্র - ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং॥ অবতার পরশুরাম॥
শনির ধ্যান - ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্॥
তদ্বদ্বাণ ধরং শূলং ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ।
যমাধি দৈবতং প্রজাপতি প্রত্যধি দৈবতম্॥
পূজা মন্ত্র - ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়॥
প্রণাম - ওঁ নীলাঞ্জনচয় প্রখ্যং রবিস্তনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভ সম্ভুতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥
জপ - ঊর্দ্ধপাণি ও শৈব মালাতে জপ ১০,০০০॥ হোম ১,০০০॥ তর্পণ ১০০॥ অভিষেক ১০॥ ব্রাহ্মণ ভোজন ১॥
হোম - মহাতেজ নামক অগ্নি॥ সমী কাষ্ঠের সমিধ॥
হোমের মন্ত্র - ওঁ শন্নোদেবী রভিষ্ঠয়ে সন্নো ভবন্ত পীতয়ে শং যোরভিশ্রবন্ত নঃ স্বাহা॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শনৈশ্চরায় স্বাহা॥
পূজা দ্রব্য - মৃগ নাভি গন্ধ॥ কালা অগুরু চন্দন॥ কৃষ্ণ পুষ্প ও বস্ত্রাদি॥
অধিদেবতা যমের ধ্যান - ওঁ বৈবশ্বতং মহাকায়ং দণ্ড পাশ করদ্বয়ম্।
পিঙ্গোর্দ্ধকেশং ধ্যায়েচ্চ মহিষোপরি সংস্থিতম্॥
প্রণাম মন্ত্র - ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ম্বরায় দীপ্তায় নীলায় পরমেষ্টিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥
প্রত্যধিদেবতা প্রজাপতির ধ্যান - ওঁ পদ্মাসনস্থো জটিলো ধ্যায়েৎ ব্রহ্মা চতুর্ভুজং।
অক্ষমালাং শ্রুবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
বাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈবচ॥
পূজা মন্ত্র - ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥
প্রণাম মন্ত্র - ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুমূর্ত্তি হৈমবাসাঃ পীতাম্বরঃ।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুবর্গ স্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
অবতার কূর্ম্ম॥
দেবতা কালীর ধ্যান॥
ওঁ ক্রীঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুক্তমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধোকরাম্বুজাম্।

অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধোধ-পাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাং॥
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ-কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারাং বিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রিত্রয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বি-কচোচ্চয়াম্।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধিদাম্॥
মন্ত্র॥ ওঁ ক্রীঁ॥
রাহুর ধ্যান - ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠিনম্ দ্বাদশাঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ॥
চতুর্ব্বাহু খড়্গ বর শূল চর্ম্মকরং তথা।
কালাধি দৈবতং সূর্য্যাস্যং সর্প প্রত্যধি দৈবতম্॥
পূজা মন্ত্র - ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ॥
জপ সংখ্যা ১২০০০॥ হোম ১২০০॥ তর্পণ ১২০॥ অভিষেক ১২॥
পূজা দ্রব্য - কৃষ্ণবস্ত্র ও পুষ্পাদি॥ অধিদেবতা কাল॥ প্রত্যধিদেবতা সর্প॥
দক্ষিণা - লৌহ খড়্গ॥ দান তীক্ষ্ণ খড়্গ॥ পট্ট বস্ত্র॥ ৪ সের তিন ছটাক লৌহ এবং চন্দন।
হোম - মহাতেজ নামক অগ্নি॥ সমিধ দুর্ব্বা॥
হোম মন্ত্র - ওঁ কুয়ানশ্চিত্র আঙ্গুরদুতি সদা বৃধঃ সখা।
কয়াসষ্ঠিয়া বৃতা স্বাহা॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ রাহবে স্বাহা॥
অধিদেবতা যমের ধ্যান - ওঁ বৈবশ্বতং মহাকায়ং দণ্ড পাশ করদ্বয়ম্।
পিঙ্গোর্দ্ধকেশং ধ্যায়েচ্চ মহিষোপরি সংস্থিতম্॥
পূজা মন্ত্র - ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ম্বরায় দীপ্তায় নীলায় পরমেষ্টিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥
প্রত্যধিদেবতা সর্পের ধ্যান ও পূজা॥
দেবতা ছিন্নমস্তার ধ্যান ॥
ওঁ স্বর্ণাভৌনীরজং ধ্যায়ে দর্দ্ধং বিকশিত সিতম্।

তৎ পদ্মকোষ মধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডোরচিষঃ॥
জবা কুসুম সংকাশং রক্তবন্ধুক সন্নিভম্।
রজঃ সত্ত্বতমোরেখা যোনি মণ্ডল মণ্ডিতম্॥
মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটি সমপ্রভাম্।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্॥
প্রসারিত মুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্র জিহ্বিকম্।
পিবন্তীং রৌধিরীধারাং নিজ কণ্ঠ বিনির্গতাম্॥
বিকীর্ণ কেশপাশাঞ্চ নানা পুষ্প সমন্বিতাম্।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্॥
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ় পদস্থিতাম্।
অস্থিমালা ধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং পীনোন্নত পয়োধরাম্॥
বিপরীত রতাশক্তৌ ধ্যায়েদ্রতি মনোভবৌ।
ডাকিনী বর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণ যোগতঃ॥
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্ত ধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্।
বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যান্মুক্ত কেশীং দিগম্বরীম্॥
কপাল কর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ যোগতঃ।
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব॥
প্রত্যালীঢ় পদাং দিব্যাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্।
সদাদ্বাদশ বর্ষীয়ামস্থিমালা বিভূষিতাম্॥
ডাকিনীং বাম পার্শ্বস্থাং কল্পোসূর্য্যনলোপমাম্।
বিদ্যুৎজটাং ত্রিণয়নাং দন্ত পংক্তি বলাকিনীম্॥
দংষ্ট্রা করালবদনাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।
মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্॥
লেলিহান মহাজিহ্বাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।
কপাল কর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ যোগতঃ॥
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্ত ধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্।
করস্থিত কপালেন ভীষণেনাতি ভীষণাম্॥
আভ্যাং নিষেব্যমানাং তাং ধ্যায়েৎ দেবীং বিচক্ষণঃ॥
পূজা মন্ত্র - ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা॥
কেতুর ধ্যান॥ ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্।
ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েৎ বিকৃতাননম্॥
সূর্য্যাস্যং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা।
চিত্রগুপ্তাধি দৈবঞ্চ ব্রহ্ম প্রত্যধি দৈবতম্॥
পূজা মন্ত্র - ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে॥

জপ - অধঃ পানি ও শৈব মালাতে জপ॥ সংখ্যা ১২০০০॥ হোম ১২০০॥ তর্পণ ১২০॥ অভিষেক ১২॥ ব্রাহ্মণ ভোজন ২॥ চণ্ডাল ভোজন ১॥ হুতাশন নামক অগ্নি, সমিধ কুশ।

হোম মন্ত্র - ওঁ কেতুং কৃণ্বন্ন কেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভি রজায়থাঃ স্বাহা। ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে স্বাহা।

প্রণাম - ওঁ পলাল ধূম সঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দ্দকম্। রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্।

দিকপাল হোম - ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, সোমায়, নৈঋতায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম - নারায়ণায়, লক্ষ্মৈ, সরস্বত্যৈ, মনসায়ৈ, শীতলায়ৈ, গঙ্গায়ৈ॥

রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, সরল কাষ্ঠ, অগুরু চন্দন, মৃগনাভি, পদ্ম কাষ্ঠ॥ এই সমুদয় গুড়ত্বক্ ধূপ॥

পূজা দ্রব্য - ধূম্রবর্ণ পুষ্প ও বস্ত্রাদি॥

দক্ষিণা - ছাগ॥

দান - কৃর্ণ বর্ণ বস্ত্র, ছাগ, চন্দন ও লৌহ॥

অধিদেবতা চিত্রগুপ্তের ধ্যান ও পূজা॥

প্রত্যধিদেবতা ব্রহ্মার ধ্যান॥ ওঁ পদ্মাসনস্থো জটিলো ধ্যায়েৎ ব্রহ্মা চতুর্ভুজঃ॥
অক্ষমালং শ্রুবং বিভ্রং পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
বাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ॥

প্রণাম মন্ত্র - ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুমূর্ত্তি র্হেম বাসাঃ পিতামহঃ।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্বর্গ স্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

দেবতা ধূমাবতীর ধ্যান॥ ওঁ বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্তা কুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলা দ্বিজা॥
কাকধ্বজ রথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা।
সূর্পহস্তাতি রুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥
প্রবৃদ্ধ ঘৃণাতু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসান্বিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া॥

পূজা মন্ত্র - ওঁ ধূং ধূং ধূমাবতী স্বাহা॥ অবতার - মীন॥

এই পর্য্যন্ত নবগ্রহ ও তাঁহাদের উপাস্য মহাশক্তির পূজা ও ধ্যানাদি বলা হইল।

এই সব পূজার পর পৃথিবীর পূজা করিবেন। পৃথিবীর পূজার পর ভৈরবীর পূজা হইবে। ইঁহার অবতার কল্কি। ইঁহার কর্ম্মলক্ষ্য যবনবাদের বিলুপ্তি। নহুশের পুত্র মহারাজ যযাতি যবনবাদ প্রবর্ত্তন করেন। লিঙ্গমুণ্ড মুণ্ডন করিয়া তিনি তাঁহার নিজ প্রথম পুত্রদ্বয়কে বেদাচার হইতে বহিষ্কৃত করেন এবং ভারত ও হিমালয়ের পশ্চিমে নির্ব্বাসিত করেন। আমাদের মতে যযাতির বংশধরগণ হইতেই যূঃ জাতির উদ্ভব। ইহারা অসাধারণ বীর জাত এবং ষট্ কোণ কালী যন্ত্রের উপাসক, শক্তিবাদী জাত। আমরা ইহাদিগকে লিঙ্গ মুণ্ডু ছিন্ন করণ কার্য্য ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদ ধর্ম্মের একটা শক্তিশালী কেন্দ্র হইতে বলি। ওয়ার্লড কঙ্কারার গ্রন্থের যবন যজ্ঞ অধ্যায়ে আমরা ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিয়াছি।

পৃথিবীর পূজা - ওঁ লীং পৃথিব্যৈ নমঃ॥ পঞ্চোপচারে॥
ভৈরবীর ধ্যান - ওঁ হ্রীঁ কল্কি অবতারায় নমঃ॥ পঞ্চোপচারে॥

ওঁ উদ্যদ্ ভানু সহস্র কান্তিমরুণ ক্ষৌ মাং
শিরো মালিকাং রক্তালিপ্ত পদ্মেধরাক
জপর্বটীম্ বিদ্যামভীতিং বরম্।
হস্তা জ্বৈ র্দ্ধতীং ত্রিনেত্র বিলসনদ্রক্তারবিন্দ
শ্রিয়ং, দেবীং বদ্ধহিমাংশু রত্ন মুকুটাং
বন্দে সমন্দস্মিতাম্॥

(১) সম্পৎ প্রদা ভৈরবী (২) কৌলেশ ভৈরবী (৩) সকল সিদ্ধিদা ভৈরবী (৪) ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী (৫) চৈতন্য ভৈরবী (৬) কামেশ্বরী ভৈরবী (৭) ষট্‌কুটা ভৈরবী (৮) নিত্যা ভৈরবী (৯) রুদ্র ভৈরবী (১০) ভুবনেশ্বরী ভৈরবী (১১) ত্রিপুরাবালা ভৈরবী (১২) নবকূটা ভৈরবী (১৩) অন্নপূর্ণা ভৈরবী॥ ওঁ ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ভৈরব্যৈ নমঃ। পঞ্চোপচারে পূজা - পরে সব ভৈরবীর নামে একটী করিয়া গন্ধ পুষ্প দিবে।

নবগ্রহের স্তোত্র

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্ন প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ ১
দিব্যশঙ্খ তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুট ভূষণম্॥ ২
ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥ ৩
ওঁ প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥ ৪
দেবানাঞ্চ ঋষিনাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥ ৫
হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥ ৬
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়াং গর্ভসম্ভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্॥ ৭
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥ ৮
পলাশধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥ ৯
ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রয়তো শুচিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ১০

ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চাপি আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে॥ ১১
তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ুর্যে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ।
তে সর্বেপ্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রুয়ান্ন সংশয়ঃ॥ ১২

গণেশের বন্দনা

বন্দ দেব গণপতি গৌরীর নন্দন।
বিধি বিষ্ণু শূলপাণি তব তুল্য নন॥
তোমার মহিমা গায় অমর নিকর।
বিঘ্নেশ্বর নাম তব খ্যাত চরাচর॥
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয় তোমার স্মরণে।
অগ্রেতে তোমার পূজা বন্দিনু এক্ষণে॥

সর্ব্বদেবদেবীর বন্দনা

আদিদেব নিরঞ্জন ক্ষীরোদ-শয়ন।
বন্দিলাম ভূমি লুটি তাঁহার চরণ॥
যাঁহার মায়ায় সৃষ্ট এই ত্রিভুবন।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর আর দেবগণ॥
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা বন্দি দিক্‌পাল।
বাসব বরুণ অগ্নি যমরাজ কাল॥
ত্রিনয়নী শ্রীতারার বন্দিনু চরণ।
বেদমাতা বাণী পদে লইনু শরণ॥
বন্দিলাম করজোড়ে পদ কমলার।
বৃন্দাবনে বন্দিলাম রাধাশক্তি আর॥
সকলের পাদপদ্মে করিলাম নতি।
সূর্য্যপুত্র শ্রীশনির কহিব ভারতী॥
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্বদুঃখ ক্ষয়।
যাঁহার স্মরণে গৃহে লক্ষ্মী স্থায়ী রয়॥
তাঁহার চরিত্র গুণ করিব বর্ণন।
মন দিয়া সর্ব্বজন করহ শ্রবণ॥
ভক্তিভরে মন দিয়া কর অবধান।
শনির পাঁচালী কথা পুরাণ-আখ্যান॥

গ্রন্থারম্ভ

সুমঙ্গল আখ্যান

শ্রীহরি নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
করিব ব্রাহ্মণ সেবা ছিল তার পণ॥

দ্বিজ-সেবা করে তার নাহিক ক্ষমতা।
ভিক্ষা ছাড়া নাহি তার কার্য্যের দক্ষতা॥
নিত্য ভিক্ষা করি করে উদর পূরণ।
তাহাতেই দ্বিজ-সেবা হয় অনুক্ষণ॥
অন্তরে সদাই সুখী অন্ন নাই পেটে।
তথাচ-কৃষ্ণের নাম ভজে অকপটে॥
হেনকালে পুত্র এক ভূমিষ্ঠ হইল।
হেরিয়া তাহার মুখ বিষাদে ভাসিল॥
হায় রে বিধাতা আজি কি সুখের দিন।
হরিষে বিষাদ মন নিজেই যে দীন॥
যা হোক তা হোক আজি প্রতিজ্ঞা রাখিব।
ভিক্ষাতে নির্ভর করি দিন কাটাইব॥
দ্বিজ-সেবা পুত্র-রক্ষা ভিক্ষা করি করে।
সুমঙ্গল বলি নাম রাখিল পুত্রেরে॥
সুমঙ্গল পুত্র নাম রাখে অমঙ্গলে।
পঞ্চম বৎসরে পুত্রে দিল পাঠশালে॥
সুমঙ্গল ধীরমতি সবে গুণ গায়।
অল্পদিন মধ্যে শিশু শিখে সমুদায়॥
শাস্ত্রজ্ঞ হইল ক্রমে শাস্ত্র আলোচনে।
পণ্ডিত বলিয়া তারে সকলেই ভণে॥
কিন্তু তার কিছুতেই নাহি লয় মতি।
সদা চিন্তে কিসে পাব কমলার পতি॥
এইরূপ সার বস্তু চিন্তার কারণ।
ছাড়িল আপন গৃহ পিতৃ মাতৃগণ॥
বিদেশে বিদেশে ভ্রমি করি পর্য্যটন।
মনেতে কেবল মাত্র শ্রীহরি চরণ॥
আচম্বিতে এক স্থানে পায় সমাচার।
পিতা মাতা দুইজনে ছেড়েছে সংসার॥
এ হেন দুঃখের কথা যখনি শুনিল।
ধুলাতে পড়িয়া পুত্র কান্দিতে লাগিল॥
অতঃপর গয়াক্ষেত্রে করিয়া গমন।
বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিয়া করিল তর্পণ॥
কালেতে সকলি হয় কে করে খণ্ডন।
শনির দৃষ্টিতে পড়ে দ্বিজের নন্দন॥
শনিতে হরিল বল বুদ্ধি গেল দূর।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দ্বিজ গেল বহু দূর॥
উপস্থিত হয় ক্রমে বিদর্ভ নগরে।

দেখিল তথায় এক রাজা রাজ্য করে॥
সেখানের রাজা হয় শ্রীবৎস্য ভূপতি।
শান্ত দান্ত গুণান্বিত সদা ধর্মে মতি॥
তাঁহার সভায় দ্বিজ যাইয়া পৌঁছিল।
দেখিয়া শ্রীবৎস রাজা অভ্যর্থনা কৈল॥
কোথায় নিবাস তব জিজ্ঞাসে নৃপতি।
কোন বংশদ্ভব হও বল হে সম্প্রতি॥
শুনিয়া দ্বিজের পুত্র কহে সমুদয়।
সুমঙ্গল নাম ধরি ওহে মহোদয়॥
অতি দীন দুঃখী আমি নাই পিতা মাতা।
স্বদেশ বিদেশে আমি যাই যথা তথা॥
শ্রীবৎস বলেন দ্বিজ চিন্তা পরিহর।
আমার আলয়ে থাকি মোরে কৃপা কর॥
শাস্ত্রেতে নিপুণ তুমি বুঝি অনুমানে।
আমারে করহ তুষ্ট বাক্যের সন্ধানে॥
আমার আছয়ে দুই যুগল নন্দন।
তব স্থানে পড়াইব এই আকিঞ্চন॥
সুখ দুঃখ জ্ঞানীপাশে হয় সম জ্ঞান।
যখন যে দশা ঘটে উভয় সমান॥
শুনিয়া ভূপতি বাক্য সন্তুষ্ট হইল।
এইরূপে কয় দিন তথা কাটাইল॥
কোন কষ্ট নাহি আর সদা সুখে রয়।
রাজার পণ্ডিত বলি হৈল পরিচয়॥
মিষ্টভাষী সদা করে মিষ্ট আলাপন।
নৃপতির দুই পুত্র করে অধ্যয়ন॥
যত্নের সহিত পাঠ দেন প্রতিদিন।
সকলে প্রশংসে তায় নবীন প্রবীণ॥
এইরূপে কিছুদিন হইলে বিগত।
বালকের বেশে শনি হৈল উপনীত॥
সুমঙ্গল নিকটেতে দিল দরশন।
পড়ুয়ার মত শনি চিনে কোন জন॥
চিনিতে নারিল দ্বিজ শনির ছলনা।
শনির রূপেতে মন হইল মগনা॥
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবর, কহ বাছাধন।
কোন কার্য্য হেতু তব হৈল আগমন॥
শনি বলে, মহাশয় করহ শ্রবণ।
পড়িবারে এনু আমি তোমার সদন॥

বিপ্র বলে, ইচ্ছা সুখে কর অধ্যয়ন।
বহু যত্নে তোমায় হে পড়াব এখন॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য সন্তুষ্ট হইল।
তাহার নিকটে শনি পড়িতে লাগিল॥
ব্যাকরণ স্মৃতি কাব্য ন্যায় দরশন।
অল্পদিন মধ্যে সব কৈল অধ্যয়ন॥
সমস্ত বিদ্যায় শনি হইল নিপুণ।
বিপ্রবর পরিচয় চাহিল তখন॥
শনি বলে, কিবা দিব নিজ পরিচয়।
শনৈশ্চর নাম মম সূর্য্যের তনয়॥
শুনিয়া তাহার বাক্য বিপ্রবর কয়।
কি সৌভাগ্য হল মোর শুনি-পরিচয়॥
যদি হে প্রসন্ন দেব হইলে আমারে।
কিসে মম কষ্ট দূর হইবারে পারে॥
তাহার সন্ধান দেব কহ দেখি শুনি।
সদাই ব্যাকুল বড় আকুল পরাণী॥
আমার উপরে আছে তোমার কটাক্ষ।
কিসে যাবে বল দেখি হইয়া স্বপক্ষ॥
শনি বলে, বলি তবে শুন মহাশয়।
মম ভোগ দশ বর্ষকাল মাত্র হয়॥
আর অবশিষ্ট ভোগ ছয় মাস আছে।
দশ দণ্ড মধ্যে যাবে না আসিবে পাছে॥
দশ দণ্ড পাবে তুমি অতি বড় কষ্ট।
পশ্চাতে দুঃখের লেশ ঘুচিবে অরিষ্ট॥
সপ্তম দিবসে গিয়ে ভগীরথী-তীরে।
একমনে একধ্যানে ভজ মুরারিরে॥
মম কোপ হৈতে পাবে অবশ্যই মুক্তি।
কহিলাম সত্য আমি এই স্থির যুক্তি॥
এত বলি শনিদেব হন অন্তর্ধান।
আর না দেখিতে পায় বিপ্রের সন্তান॥
শনি-আজ্ঞামত তবে গিয়া গঙ্গাতীরে।
নারায়ণ একমনে ভজে বসি নীরে॥
দশ দণ্ড পূর্ণ হয় হেন জ্ঞান করি।
উঠিয়া দাঁড়ায় মুখে বলিয়া শ্রীহরি॥
কিন্তু দশ দণ্ড পূর্ণ না দেখি তখন।
নয়ন মুদিয়া পুনঃ ভজে নারায়ণ॥
সূর্য্যপুত্র মনে মনে কুপিত হইল।

নারায়ণে সাক্ষী করি তখনি বলিল॥
আপনার দোষে কষ্ট পাইল ব্রাহ্মণ।
মম কিবা দোষ ইথে দৈবের ঘটন॥
আমি যা বলিনু তার কৈল বিপরীত।
বুঝে পড়ে শাস্তি দিব হিতেতে অহিত॥
যে দুই রাজার পুত্রে পড়াইত দ্বিজে।
মায়া করি দুই পুত্রে হরি নিল নিজে॥
নিজ মায়ামন্ত্রে দুই শিশু মুণ্ড গড়ি।
বিপ্রের নিকটে লয়ে গেল দড়বড়ি॥
বিপ্রবর নেত্র মুদি হরি ধ্যান করে।
ফেলিয়া দিলেন তার উরুর উপরে॥
হেথায় শ্রীবৎস রাজা শয়নেতে ছিল।
পুত্র অমঙ্গল যত স্বপনে দেখিল॥
স্বপন দেখিয়া রাজা শশব্যস্ত হয়ে।
ভাগীরথী-তীরে দ্রুত চলিলেন ধেয়ে॥
দেখিল বিপ্রের কোলে পুত্র মুণ্ডদ্বয়।
হাহাকার করি রাজা ভূমেতে পড়য়॥
কবিবর কহে, রাজা কেন এত ভ্রান্ত।
অচিরে পাইবে পুত্র না জান বৃত্তান্ত॥
রাজা অতি দুঃখ-মনে, বারি ধরে দু'নয়নে,
কান্দিয়া যে করে হাহাকার।
বল রে দারুণ বিধি, এই কি হইল বিধি,
প্রাণনিধি করিলি সংহার॥
বিদ্যাবন্ত জন দেখি, সাদরে তাহারে রাখি,
পড়িবারে দিনু যত্ন করে।
হবে পুত্র গুণবান, সুখেতে জুড়াবে প্রাণ,
এই বাঞ্ছা সদা মনে করি॥
কত পাপ করেছিনু, তাই তোরে হারাইনু,
বিনা মেঘে হৈল বজ্রপাত॥
কি দিব বিপ্রের দোষ, তার প্রতি করি রোষ,
কাল নিশি হইল প্রভাত॥
ক্রোধে হ'ল অঙ্গ ভারি, আর না সহিতে পারি,
চরে ডাকি দিল অনুমতি।
শুন ওরে চরগণ, করিয়া বিপ্রে বন্ধন,
কারাগারে রাখ হে সম্প্রতি॥
আজ্ঞামাত্র চরগণ ব্রাহ্মণে বাঁধিল।
গলা ধাক্কা দিয়া কারাগারেতে রাখিল॥

বিপ্রের নয়ন-বারি ঝরে অবিরল।
বলে, হায় কেন মোর আপদ ঘটিল॥
জপিলে আপদ যায় ভবানী-চরণ।
সকল আপদ হন্তা শ্রীমধুসূদন॥
শ্রীমধুসূদন রক্ষ এ ঘোর সঙ্কটে।
ভূপতির ক্রোধে সদা হৃদি মোর ফাটে॥
বিদেশে এসেছি আমি নাহি জানি শঠ।
এ দুঃখ কহিব আর কাহার নিকট॥
এইরূপে বিপ্রবর কারাগারে কান্দি।
শুনিলে পরাণ ফাটে কি কব প্রবন্ধে॥
অতঃপর শুন সবে হয়ে একমন।
দশদণ্ড বেলা পূর্ণ হইল যখন॥
পুত্র-শোকে নৃপবর আছেন কাতর।
হেনকালে দুই পুত্র আইল সত্বর॥
চরণে প্রণাম করি ধুলি লোটাইয়া।
পিতা মাতা বলি ডাকে করুণ করিয়া॥
রাজা বলে, কোথা ছিলে অন্ধের নয়ন।
না বুঝিতে পারি আমি তাহার কারণ॥
দুই পুত্র বলে, ছিনু করিয়া শয়ন।
দূতগণে কহে রাজা আনহ ব্রাহ্মণ॥
ইহার বৃত্তান্ত সব জানে সেই দ্বিজ।
বিপ্রেরে দিলাম কষ্ট না বুঝিয়া নিজ॥
আজ্ঞামাত্র দূতগণ আনে বিপ্রবরে।
শীর্ণ কলেবর বিপ্র কান্দেন অন্তরে॥
রাজা বলে, মিছা কষ্ট তোমা দিনু আমি।
সকলের কাছে মম হৈল বদনামী॥
ত্বরায় করহ মম সন্দেহ ভঞ্জন।
কোন্ শিশু মাথা ছিল উরুতে স্থাপন॥
বিপ্র কয়, মহারাজ করি নিবেদন।
কিছুমাত্র নাহি জানি তাহার কারণ॥
শনি-দোষে কষ্ট পাই ঘটয়ে প্রমাদ।
শনির সে খেলা ভূপ মম পরিবাদ॥
সকলি ঈশ্বর ইচ্ছা অদ্ভুত ঘটন।
আর কেন সেই কথা কর উত্থাপন॥
রাজা বলে, এই কথা সত্য করি মানি।
গ্রহ-দোষে নানা কষ্ট ভালরূপে জানি॥
যদি হে কখন হয় শনি দরশন।

পূজিয়ে তাঁহার পদ করি তুষ্ট মন॥
ষোড়শোপাচারে পূজি নানা উপহারে।
ভক্তিতে সান্ত্বনা করি বিধি-ব্যবহারে॥
বিপ্র বলে, মহারাজ স্থির কর মতি।
এখনি জানিব আমি শনিগ্রহ প্রতি॥
এত বলি বিপ্রবর করিল গমন।
শনির নিকটে আসি দিল দরশন॥
বিনয়ে কহেন বিপ্র শনিগ্রহ প্রতি।
তোমারে পূজিতে ইচ্ছা করেন ভূপতি॥
যদি অনুগ্রহ হয় চল মহাশয়।
বলিতে অশক্ত আমি পাই মহাভয়॥
বিপ্রের বচনে শনি সন্তুষ্ট হইল।
দুই জনে ভূপতির নিকটে চলিল॥
রাজার নিকটে আসি দিল দরশন।
শনিরে হেরিয়া রাজা আনন্দিত মন॥
শনির চরণে রাজা লোটায়ে পড়িল।
বহুবিধ স্তব করি কহিতে লাগিল॥
তোমারে করিব পূজা করিয়াছি মন।
এ দাসের অপরাধ কর বিমোচন॥
তুমি হে গ্রহের শ্রেষ্ঠ দেব শনৈশ্চর।
মারিতে বাঁচাতে পার ওহে গ্রহবর॥
আমি অতি নরাধম কি জানি মহিমা।
নিজগুণে কর প্রভু সব দোষ ক্ষমা॥
তপন-তনয় তুমি সর্ব্বগুণধাম।
তোমায় যে চিনে তার পুরে মনস্কাম॥
করিব তোমার পূজা করিয়াছি মন।
অনুগ্রহ ক'রে দেব করহ গ্রহণ॥
পূজার পদ্ধতি কিবা কভু নাহি জানি।
নিজ মুখে বলে দেব জুড়াও পরাণী॥
শুনিয়া রাজার স্তব শনিগ্রহ কয়।
ক্ষমিলাম অপরাধ নাহি আর ভয়॥
পূজার নিয়ম মম শুনহ ভূপতি।
তুমি অতি বুদ্ধিমান জ্ঞানী মহামতি॥
আমার বারেতে শুদ্ধ পরিয়া বসন।
করিবে আমার পূজা হয়ে শুদ্ধ মন॥
নীলবস্ত্র কৃষ্ণতিল তৈল প্রদানিবে।
মহিষ মাষকলাই সংগ্রহ করিবে॥

কৃষ্ণবর্ণ ঘট আনি করিবে স্থাপন।
পঞ্চ জাতি ফুল ফলে করিবে অর্চ্চন॥
দরিদ্র-বিধানমত কহিলাম সার।
ভক্তিই প্রধান তার কি কহিব আর॥
ভক্তি করি যেবা করে আমার পূজন।
ক্ষণেমাত্র হয় তার দুঃখ-বিমোচন॥
পূজা সারি করিবেক আমারে প্রণাম।
নবগ্রহ স্তোত্র পাঠে লইবেক নাম॥
পরেতে প্রসাদ খাবে করিয়া যতন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হবে আমার বচন॥
অভক্তি করিয়া যেই প্রসাদ খাইবে।
অল্পদিনে কৃতান্তের ভবনে সে যাবে॥
আমার পূজাতে যদি করে অনাদর।
চিরকাল দুঃখে সেই হইবে কাতর॥
এই কথা বলি শনি হৈল অদর্শন।
ভক্তিতে করেন রাজা শনির পূজন॥
প্রতি শনিবারে পূজা করে নরবর।
ধন দিয়া বিপ্রদের তুষিল অন্তর॥
সুমঙ্গল বিপ্র তবে বিদায় লইয়া।
গঙ্গাতীরে শনৈশ্চরে পূজেন যাইয়া॥
কবিবর বিরচিত মধুর সঙ্গীত।
পাঠশালে বসি গ্রন্থ করিল লিখিত॥

শক্তিবাদ মঠে প্রতিষ্ঠিত নাগেশ্বর শিব দর্শন ও জল ফুল দান গ্রহ মঙ্গল সাধনায় পূর্ণ ফল দান করিতে সক্ষম।

ধ্যান মন্ত্র॥ ওঁ যাম্যে সদঙ্গে নগরে অতিরম্যে,
বিভূতি মাঙ্গং বিবিধশ্চ ভোগৈঃ।
যদ্ভক্তি মুক্তিপ্রদ মিশ মেকং,
শ্রী নাগনাথং শরণ্যং প্রপদ্যে॥

নাগেশ শিব সদঙ্গ নগরে (মস্তিষ্কস্থিত শিব পিণ্ডে ও মেরুচক্রে) যাহা অতীব রমণীয়, সেখানে অবস্থিত আছেন। তাঁহার অঙ্গ বিভূতি দ্বারা পরিপূর্ণ, বিবিধ প্রকার ভোগ্য বস্তুতেও তিনি অলঙ্কৃত আছেন। তিনি সদ্ভক্তি ও মুক্তিদাতা একমাত্র ঈশ্বর। এমন নাগেশ শিবের আমি শরণাপন্ন আছি।